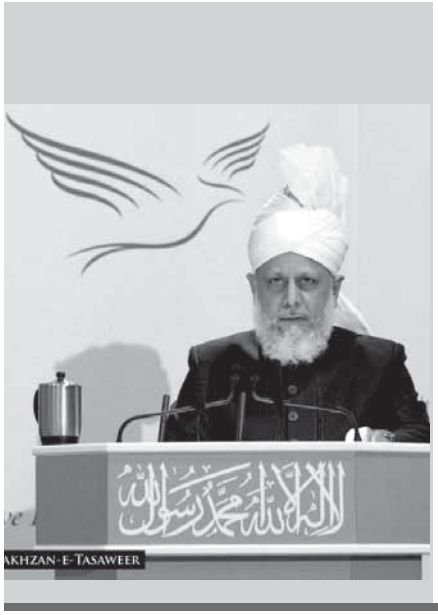

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৯ এপ্রিল, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর কিছু পুস্তকে নিজের মসীহ্ ও মাহদী হওয়া বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে সত্যান্বেষি আলেম, পূণ্যবান এবং সাধারণ মানুষের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কোন কারণ ছাড়াই কাফের ফতুয়া লাগানো চিন্তা ভাবনা না করেই আলেমদের অনুসরণের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু শর্ত হল, খোলা মন নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করুন তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর 'নিশানে আসমানী' নামক পুস্তকে এ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন যে, পরিপূর্ণরূপে তওবা করে রাতে দুই রাকাত নফল নামায পড়ুন।

প্রথম রাকাতে সূরা ইয়াসিন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একুশ বার সূরা ইখলাস পড়ুন; এরপর তিন শতবার ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এ কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করুন, তুমি গোপন বিষয়ে অবগত আছ অতএব, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কাছে সত্য প্রকাশ করে দাও। আরেকবার তিনি (আ.) তাগিদ করে বলেছেন, এই ইস্তেখারা করার শর্ত নিজের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ রাখা। কিন্তু প্রথম বিষয় তওবাতুন নুসূহ্ করাটাও একটা অনেক বড় শর্ত। এ পদ্ধতিতে তো কেউই আমল করে না, বিশেষ করে আলেমরা তো করতেই পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হৃদয় যদি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয় এবং কুধারণা যদি প্রাধান্য পায় তবে তো শয়তানী চিন্তা-ভাবনাই আসবে। কিছু লোক বলে থাকে, আমরা তো অনেক দোয়া করি কিন্তু কোন প্রকার সত্যতা তো আমাদের চোখে পড়ে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মনের মাঝে যদি হিংসা বিদ্বেষ পরিপূর্ণ থাকে তবে তো শয়তানই পথ দেখাবে আল্লাহ্ তাআলা নয়। (নিশানে আসমানী, রুহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০০-৪০১) একই ভাবে তিনি তাঁর 'কিতাবুল বারিয়্যা' পুস্তকে বিশেষ ভাবে আলেম সম্প্রদায় ও পূণ্যবান লোকদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাব দেন। (কিতাবুল বারিয়্যাহ্ রুহানী খাযায়েন ১৩ তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৪)

কিন্তু বিদ্বেষে পরিপূর্ণ আলেম সম্প্রদায় এ প্রস্তাব অনুযায়ী কখনোই আমল করে নি এবং সাধারণ লোকদেরকেও নিজেদের সাথে ডুবাচ্ছে। তথাপি এমন অনেক সৌভাগ্যবান লোক রয়েছেন যারা তাঁর এ ব্যবস্থাপত্র অবলম্বন করেছেন, তারা আল্লাহ্ তাআলার পথ নির্দেশনা কামনা করেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। এছড়াও এমন কিছু সৎ প্রকৃতির লোক আছে যারা পূণ্যের অন্বেষণ করে থাকে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এমনিতেই পথ দেখিয়ে থাকেন। বর্তমান যুগেও আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য সে সব লোকদের দিক-নির্দেশনা দান করছেন যারা সত্য অনুসন্ধানে সচেতন। এখন আমি এমন কিছু লোকের ঘাটনা বর্ণনা করব।

দফতর ওকালতে তবশীরের রিপোর্ট হল, আরবী ডেস্ক তাদের জানিয়েছে এই এপ্রিল মাসে M.T.A.-3 এ প্রচারিত 'হেবারুল মুবাশেরা' প্রোগ্রামে মিশরের এক বন্ধু জনাব আব্দাহু বকর মুহাম্মদ বকর সাহেব ফোন করে বলেছেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইস্তেখারা করেছি এবং সেই রাতেই আমি সত্য স্বপ্ন দেখলাম, আমি আমার একজন বিগত আত্মীয়কে দেখলাম আমি আমার হাতের আঙ্গুল গুলোকে উপরে উঠিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে খুব উৎসাহের সাথে কোন কিছু বলছি। কিন্তু আমি আমার কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম না। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরের দিন আমি সেই একই পদ্ধতিতে দোয়া করলাম এবং সাথে সাথে আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কোন সুস্পষ্ট বিষয় দেখাও যার মাধ্যমে আমার হৃদয় খুলে যায়। অতএব পুণরায় আমি সেই স্বপ্নই দেখলাম, আমি আমার সেই আত্মীয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার হাতের আঙ্গুলগুলো বাতাসে উড়িয়ে বলছি,

وَ اللهِ انَّ الْجَمَاعَةَ الاَحْمَدِيَّةَ جَمَاعَةُ الحَقِّ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র কসম, জামা'তে আহমদীয়াই সত্য জামা'ত। এরপর বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, একদিন দোয়া করেই দমে যেও না বরং এমন গুরুত্বের সাথে দুই তিন সপ্তাহ বা এর অধিক সময় দোয়া করুন। যখন আল্লাহ্ তাআলার কাছে পথ নির্দেশ চাইবে তখন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই এক সময় পথ নির্দেশ দান করবেন।

আমাদের আমেরিকার একজন মুবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, আব্দুস সেলিম সাহেব ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে ফিজি থেকে আমেরিকার লসএঞ্জেলসে এসেছিলেন। খ্রীস্টান সমাজে বাস করায় সে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তীতে একজন মুসলমানের তবলীগে পুণরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, এ অধম অর্থাৎ আমাদের মুবাল্লেগ এনামুল হক কাওসারের সাথে তার বন্ধুত্ব হয় এবং সে আমাদের মসজিদে আসা শুরু করে।

তিনি তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন, বই-পত্র দিয়েছেন এবং পরমর্শ দিয়েছেন, তিনি যেন দোয়া করে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা চান।

তিনি তাকে ইস্তেখারা করার প্রকৃত পদ্ধতি বলে দেন। অতএব তিনি ইস্তেখারা করেন, দোয়া করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন। পরের দিন তিনি তার অভ্যাস মত অ-আহমদীদের মসজিদে যান, সেখানে আরব থেকে কোন এক শেখ এসেছিল। সেই শেখ উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করার আহ্বান জানালে আব্দুস সেলিম সাহেব দাঁড়িয়ে বলেন, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এ যুগ ইমাম মাহদীর আগমনের যুগ। তাই আমি দোয়া করেছি, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে বলে দাও, ইমাম মাহদী কি এসেছেন? যদি এসে থাকেন তবে তিনি কে? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম- আমি স্বপ্নে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে দেখেছি।

এ কথা শুনে শেখ বলে, এটা শয়তানী স্বপ্ন এবং এতে কোন প্রকার সত্যতা নেই। তুমি বেশি বেশি আউ'যু বিল্লাহ্ এবং দরূদ শরীফ পাঠ কর। অতএব তিনি আবার দোয়া করেন এবং বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার স্বপ্নে দেখা দেন। তিনি পুনারয় শেখের প্রশ্নোত্তরের সভায় যান এবং এ কথার উল্লেখ করেন। সেই শেখ আবার বলে, এটা শয়তানী স্বপ্ন। আব্দুস সেলিম সাহেব বলেন, আশ্চর্য বিষয়- রাতে আমি অধিক হারে তা'য়ূয ও দরূদ শরীফ পাঠের পর দোয়া করি হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে অবগত কর।

কিন্তু আপনার কথামত আল্লাহ্ তাআলা আমাকে স্বপ্ন দেখান না কিন্তু শয়তান স্বপ্ন দেখায়, এটা তো খুবই আশ্চর্যের কথা। এ কথা শুনে মসজিদে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় এবং তারা বলে একে এখান থেকে বের করে দাও এ কাফের, অপবিত্র। এমনকি সাইড স্ক্রীনের আড়ালের মহিলারাও সাইড স্ক্রীনে থাপ্পড় মেরে মেরে বলা শুরু করে একে এখান থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। তিনি আমাদের মুবাল্লেগকে এ সব ঘটনার বর্ণনা দেন এবং বলেন এখন আমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়েগেছে। কেননা শেখের কাছে তো এর কোন উত্তর নেই, এখন আমি বয়আত করতে চাই। অতএব তিনি বয়আত করেন। যে দিন বয়আত করেন সে দিন রাতেই স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হন এবং তাকে সালাম বলেন, করমর্দন করেছেন ও আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, পরের দিন আমি খুব খুশি ছিলাম কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমার সাথে করমর্দন করেছেন।

এ সব শেখ বা নাম সর্বস্ব আলেম তো বিগত একশত বিশ বছর যাবৎ সাধারণ মানুষ ও মুসলমানদের প্রতারিত করে যাচ্ছে। আর আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই কথা অতি উত্তমরূপে পূর্ণ হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমি দেখছি এবং আপনারাও দেখছেন, যারা কাফের বলত তারা আজ নেই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এখনো জীবিত রেখেছেন এবং আমার জামাতকে বৃদ্ধি করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদিও সত্তাগত ভাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই কিন্তু জামাতের বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের কাছে স্বপ্ন যোগে নিজের সত্যতা প্রমাণ করাই জীবনের প্রমাণ।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, ডেডি সোনারিয়া সাহেব তিনি জামা'তে আহমদীয়া সিয়ানজোর পশ্চিম জাভার সদস্য। তার কাছে জামা'তের সংবাদ পৌছায় ২০০৬ইং সালে। তিনি জামা'তের বই পুস্তক পাঠ করা শুরু করেন। তার সবচেয়ে পছন্দের বই ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'ইসলামী উসূল কি ফিলোসফি'। তিনি কয়েক বার এ পুস্তক পাঠের পর বলেন, বই পড়ার পরও আহমদীয়াত গ্রহণের ব্যাপারে দিধাদ্বন্দ্ব ছিল।

একদিন তাকে বলা হয়, তিনি যেন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে দিক নির্দেশনা লাভের জন্য ইস্তেখারা করেন। অতএব তিনি ধারাবাহিক ভাবে দোয়া করতে থাকেন এবং ২০০৮ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বপ্নে কোন একটি ভাষার একটি বাক্য শোনেন যার অনুবাদ-'তুমি যদি সেখানে যেতে চাও তবে প্রথমে তোমাকে দৃঢ় হতে হবে'। এর অল্প কয়েক দিন পরেই তিনি আরেকটি স্বপ্নে দেখেন যাতে তাকে বলা হয়, তিনি যেন ৪০ দিন রোযা রাখেন। তার রোযার উনিস ও একুশতম দিন রাতে তাকে কাশফ (দিব্যদর্শন) দেখানো হয় যাতে সাদা পোষাকধারী এক ব্যক্তি বাক্যাবলী পাঠ করছেল,

مُحَمَّدٌ لآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আহমদীয়াত সত্য, নিশ্চয়ই তুমি লায়লাতুল ক্বদর লাভ করেছ এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ইমাম মাহদী। তিনি বলেন, আমাকে কয়েকবার এ কাশফ দেখানো হয়েছে। অবশেষে ২০০৮ইং সালে তিনি তার স্ত্রীসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় এ সব সমস্যাদি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে সহ্য করেন।

কেনাডার আমীর সাহেব লিখেছেন, সেন্ট থমাস ওন্টারিওর স্থানীয় বাসিন্দা বিল রবিন্সন। একজন খুব উদ্যোমি খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে খ্রিস্টান ধর্ম থেকে তার মন উঠে যেতে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করা শুরু করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও। তিনি বলেন, এক রাতে আমি খুব দোয়া করলাম, আল্লাহ্ বলে কেউ যদি থেকে থাক তবে আমাকে সঠিক পথ দেখাও। সকালে তিনি দেখলেন, তার ই-মেইল বক্সে জামা'তে আহমদীয়ার প্রচার পত্র পড়ে আছে।

বিল সেটাকে ঐশী নিদর্শন মনে করে জামা'তের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ২০১১ইং সালে বয়আত করেন। তিনি বলেন, মুসলমান হওয়ার পর যখন তিনি গোসল করেন তখন তিনি অনুভব করেন, তার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে এবং তিনি একজন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। কাজেই যারা সৎ প্রকৃতির হয়ে থাকেন তাদের জন্য অনেক বেশি নিদর্শনের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি তার পোষ্টবক্সে একটি প্রচার পত্র দেখেই এটাকে ঐশী সাহায্য মনেকরে আহমদীয়াত সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

তাজাকিস্তান থেকে সেখানকার স্থানীয় মুয়াল্লেম রুফাত তুকামুফ সাহেব লিখেন, গুলসিজম আয়েম্মহ্ কিনা সাহেবা ২০১০ইং সালে বয়আত করেন। এর পূর্বে তিনি সূফি-ইজমের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে। তিনি আমাদের কাছে থেকে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী সম্পর্কে শুনে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি বলেছেন, জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার প্রায় তিন চার মাস পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ একজন আরবী ভাষায় বোর্ডে কিছু লিখেছে, তিনি তা পড়তে না পারলেও তাকে এর এ অর্থ বলা হয়, তোমাদের মাঝে ইমাম মাহদী আছেন। এর প্রায় দুই সপ্তাহ পর তিনি M.T.A. তে জার্মানীর জালসায় আমাকে বক্তৃতা করতে দেখে তার উপর গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, পূর্বেই আমাকে দেখানো হয়েছে ইমাম মাহদী এসেছেন এবং ইমাম মাহদীর কথা হচ্ছে। এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

সিয়েরালিয়ন থেকে মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ডাঃ তামু সাহেব, মিশনারী সালেহ্ লেহায়ে সাহেব ও মুয়াল্লেম মোস্তফা উফানা এ তিনজন দাই-ইলাল্লাহ্ তবলীগের জন্য কেনামা জেলার বান্ডোমা গ্রামে যান। তবলীগ শেষে তারা আল্লাহ্ তাআলার দিক নির্দেশনা লাভের

জন্য আলহাজ্ব মোস্তফা তামুকে ইস্তেখারা করার পদ্ধতি বলেন যে, এ পদ্ধতিতে আপনি আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আলহাজী মোস্তফা যিনি তখনো আহমদী ছিলেন না পরদিন সকালে মসজিদে ফযরের নামাযের পর আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে সাক্ষী দেন, আল্লাহ্ তাআলা কাছে তার সত্য প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, তিনি রাতে স্বপ্নে দেখেছেন বাই সাইকেলে করে শহরে যেতে চাচ্ছেন (কিছু লোক আফ্রিকানদের বলে আমরা অনেক অগ্রগামী, উন্নয়নশীল ও জ্ঞাণী, তাদের কেউ কেউ বলে এগুলো থেকে তো আমরা কিছুই বুঝি না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন ব্যক্তিকে পথ দেখাতে বা হেদায়াত দিতে চান তখন তাকে একটি ছোট জিনিসের মাধ্যমেই দিক-নির্দেশনা দিয়ে দেন; যে বুঝার সে বুঝে নেয়। এখন দেখুন এ ব্যক্তি বলছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম) তিনি বাই-সাইকেলে করে শহর যেতে চাচ্ছিলেন এবং তার সাথে ভারী বোঝা ছিল। তিনি চিন্তিত ছিলেন কিভাবে এ ভারী বোঝা নিয়ে শহরে যাবেন? এমন সময় এক ছেলে এসে সংবাদ দিল যে, আপনার ভাই সালেহ্ (যিনি আমাদের মুয়াল্লেম) আপনাকে ডাকছেন; আমার সাথে গাড়িতে উঠুন।

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম আমার ভাই সালেহ্ যিনি আহমদী খুব সুন্দর একটি পাগড়ি পরে আছে এবং বলছে গাড়িতে চলে আস। তিনি বলেন, তিনি তৎক্ষণাত বুঝতে পারলেন, আহমদীয়াতের মাধ্যমে আমার সমস্যার সমাধান হবে। প্রকৃত সম্মান এতেই নিহিত। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি এসে বলেন, আমার বয়আত গ্রহণ করুন।

সিরিয়া থেকে আমাদের এক বন্ধু ইয়াসার বুরহান আলহারিরি সাহেব বলেন, আমি আমার কাজিন(চাচাত/ফুপাত ভাই) রতীব আল হারিরি সাহেবের কাছ থেকে জামা'ত সম্পর্কে শোনার পরই আমার মনের মাঝে সত্য দৃঢ় হল এবং আমি বয়আত করার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। দু'দিন পূর্বে আমি দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দোয়া করেছিলাম, হে আমার আল্লাহ্! সত্যকে তুমি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দাও এবং ওর অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান কর। তিনি বলেন, আমি একজন অশিক্ষিত মানুষ।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, কেউ একজন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বেশ দূর পর্যন্ত আমি তার সাথে চলতে থাকলাম, এরপর বললাম-তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সে বলল, কিছুক্ষণ পর তুমি নিজেই দেখে নিবে। অতএব, আমি উঁচু উঁচু আগুনের শিখা ও অনেক মানুষ দেখতে পেলাম। এটা দেখে আমি ভীত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তখনই আকাশ থেকে নূর অবতীর্ণ হল এবং যখন আমি তা দেখলাম তখন আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম এখন আমি আর তোমার সাথে যাব না। কেননা সেই নূর দেখে আমি শান্তি, তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করলাম। এ স্বপ্ন দেখার পর আমার সংশয় দূর হয়ে যায়। এরপর আমি বয়আত করি আল্ হামাদুলিল্লাহ্।

জর্ডানের অধিবাসী মুকাররমা রুবা মুহাম্মদ আলবাওয়ানা সাহেবা বলেন, আমার স্বামীর মাধ্যমে আমি জামাতের সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। তিনি ৩ বছর M.T.A. দেখার পর কিছু দিন পূর্বে বয়আত করেন। বয়আত করার পর আমি আমার স্বামীর মাঝে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তার দোয়া করার ধরণ, নামাযের নিয়মানুবর্তিতা ও আন্তরিকতায় সুস্পষ্ট পরিবর্তন হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় তিনি আমাকে জামাতী বিশ্বাস সমূহের কথা বলতেন এবং যুগ ইমামের বই পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

বিশেষ করে তিনি 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতেন যা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। এরপর আমি আরবী বই 'আত্ তবলীগ' পাঠ করি, আর এটাও খুব ভাল বই। তাই আমি আল্লাহ্ তাআলা সমীপে আমার হৃদয়ের পরিতৃপ্তির জন্য দোয়া করি। অতএব আমি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখি যেগুলোর একটিতে আমি দেখি আমার স্বামী বিভিন্ন রং-এর গোলাপ ফুলে সাজানো একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সাথে অনেক লোক রয়েছে যারা খুব আনন্দিত। আর আমি নিচে একটি গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এবং তাকে দেখছি আর তার সাথে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা করছি। অতঃপর আমি তার দিকে উঠা শুরু করি। উপরের দিকের রাস্তা খুব সুন্দর ও চারপাশ সবুজ শ্যামলে ঘেরা এবং মনোরম রং-বেরং-এর ফুলে সুসজ্জিত। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেলে আমি বিভিন্ন ধরণের ফুলে সুসজ্জিত নয়নাভিরাম গ্লাসে করে পানি পান করি যা অত্যন্ত মিষ্টি ও এমন সুস্বাদু যেমনটি ইতিপূর্বে কখনো পান করি নি। তিনি বলেন, এরপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেটাই প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মনোরম ও সুন্দর শিক্ষা। কাজেই আমি আমার স্বামীকে বললাম, আমার বয়আতও প্রেরণ করুন।

আলজেরিয়ার একজন ফাতিহা সাহেবা। তিনি বলেন, আমি M.T.A.-র অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখার পর আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি এবং স্বপ্নে দেখি, আমি অনেক বড় একটি জামা'তের সাথে যুক্ত এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস তার প্রচলিত পোষক পরিধান করে এর দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন আর তিনি একটি মসজিদের দিকে দিক-নির্দেশনা দান করছেন যেটির দরজা খোলা এবং মসজিদের ভিতরে নূর চমকাচ্ছে। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০ইং তারিখে আমার বয়আতের চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে গভীর আগ্রহের সাথে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি ফ্রেমে বাঁধা আয়না দেখছি হঠাৎ আমি আমার নিজের চেহারা ফ্রেমে দেখি আর সেই চেহারা অত্যন্ত উজ্জল ও জ্যোতির্ময় ছিল। সারা জীবনে আমি আমার নিজের চেহারা এতো সুন্দর দেখি নি। আকস্মিক ভাবেই সেই ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আয়নায় আমার শৈশবের ছবি এমন উজ্জল ও সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমি স্বপ্নের মাঝেই খুব আনন্দিত ছিলাম। হঠাৎ করেই আমি আমার বাম দিকে তাকিয়ে দেখি আমার একজন সহকারী, যে বলল-দেখো! আমার মাঝে আহমদীয়াতের প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আলজেরিয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব বলেন, কয়েক মাস পূর্বে আমি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এর কৃতিত্ব আমার ছেলে সেলিমের, বিভিন্ন চ্যানেল দেখা তার শখ। খুঁজতে খুঁজতে সে M.T.A. পেয়ে যায় যেখানে 'হেবারুল মুবাশেরা' প্রোগ্রাম হচ্ছিল। সে কয়েকটি প্রোগ্রাম দেখে এবং প্রোগ্রামের মাঝে ফোনও করে আর আরবী ওয়েব সাইটের তথ্যাদিও ঘাটাঘাটি করে। তার কাছে যখন কোন বিষয় শরীয়ত বিরোধী হয় নি আর সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ পেয়েছে তখন সে বয়আত করে। কিন্তু আমি বয়আতের পূর্বে ইস্তেখারা করি এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, (হে আল্লাহ্ তুমি) এ ব্যক্তি অর্থাৎ সৈয়্যদানা আহমদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে জানাও। পরে আমি স্বপ্নে দেখি, কিছু মানুষ তাদের বাড়িতে প্রচন্ড ঝড়ের মোকাবেলা করছে। তারা তাদের ঘরের বাইরের সেই পর্দা ধরার চেষ্টা করছিল যা বাহির থেকে তাদের বারান্দা ঢাকতো।

কিন্তু তারা তা ধরতে পারছিল না, পর্দা বাতাসে উপরে উঠে যাচ্ছিল আর তারা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছিল এবং ঘরের ভিতরের জিনিস-পত্র দেখা যাচ্ছিল। এরপর আমি অনুভব করলাম যেন আসলেই একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে। এতে আমি ভয় পেয়ে অত্যন্ত ভীত স্বরে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলাম এবং হৃদয়ের গভীর থেকে ৩ বার পুনরাবৃত্তি করলাম। এতে সব কিছু শান্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই

মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পেলাম। এ সব কিছুই ফযর নামাযের পূর্বে হয়েছিল। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমার চোখ আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে অশ্রুসিক্ত ছিল। নামাযের জন্য উঠার পর আমার এ ভয় দূর হয়ে গেল এবং মনে হচ্ছিল আমার হৃদয়ে প্রশান্তি বর্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এ স্বপ্নের মাধ্যমে আমার কাছে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশিত হয়ে গেছে। কেননা আমি দোয়া করছিলাম, তিনি নবী করীম (সা.)-এর দাসত্বে লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পানে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

তাহের হানী সাহেব লিখেন, লেবান থেকে একবন্ধু জনাব জামিল সাহেব বয়আত করেন। তিনি তার বোন ইয়াসমিনকে তবলীগ করা শুরু করেন কিন্তু সে মানছিল না। আজ তিনি তার চিঠিতে লিখেছেন, এখন সে একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে বয়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি লিখেন, শনিবারে আসরের নামায পড়ার পর তিনি হেদায়াত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনেক দোয়া করেন। রাতে ঘুমানোর পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী পড়ছিলেন। (বয়আত করেন নি কিন্তু এমন শত্রুতাও ছিল না যে বই পড়বে না, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী পড়ছিলেন) ইতিমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে হুযূর আনোয়ার (আ.)-কে অন্য কিছু লোকের সাথে বসে থাকতে দেখেন। হুযূর (আ.) জিজ্ঞাসা করেন, কী বয়আত করতে চাও? আমি বললাম, আপনার কথা সঠিক ও যৌক্তিক তাই আমি বয়আত করতে চাই, এরপর আমি স্বপ্নের মাঝে বয়আত করি। ঘুম ভাঙ্গার পর মনে হল, স্বপ্ন বাস্তব হতেও স্পষ্ট ছিল।

ইয়ামেনের মাহমুদ ইয়াহিয়া আলী সাহেব লিখেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা জানার জন্য ইস্তেখারা করি। আমি স্বপ্নে দেখি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খানা কাবার দরজার পাশে সাদা ডালপালা বিশিষ্ট একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যার উচ্চতা প্রায় ২ মিটার হবে। তিনি (আ.) কোন একটি বই পড় ছিলেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় কিন্তু হুযূরের কথা গুলো মনে ছিল না।

তিনি বলেন, কিছু দিন পর তিনি আবার আমি দেখলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খানা কাবায় মিম্বারে রাসূলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে আমি জামা'তের মতবাদ ও আকিদার তবলীগ করা শুরু করলে আমাকে মানুষের হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থল হতে হয়। তারা আমাকে বলা শুরু করে, তুমি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছ। কেউ কেউ আমাকে গালমন্দও করে এবং কেউ কেউ কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ঐশী জামা'তের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা তো মানুষের পুরনো অভ্যাস যে সম্পর্কে কুরআন শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বয়আত করেছি।

ইয়ামেন থেকে জনাব আব্দুল কায়েদ আহমদ সাহেব লিখেন, ২ বছর যাবৎ M.T.A. দেখছি। সেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি যেগুলোর উত্তর জামা'তে আহমদীয়া ছাড়া আর কারো কাছে ছিল না। M.T.A. তে প্রথমবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখেই মন আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। এরপর আমি অনেকবার সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্ন দেখি। এর অল্প কয়েটি উল্লেখ করছি। তিনি বলেন- একবার দেখলাম, আজরাঈল (আ.) বলছেন, তোর হায়াত শেষ। অতঃপর আমাকে একটি সুন্দর ও মনোরম স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে অনারবীয় লোকেরা সাদা রং-এর পোষাক ও পাগড়ি পড়ে ছিল। পরে আজরাঈল আমার মাথায় হাত রেখে বিসমিল্লাহ্ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। এরপর আমার মাঝে বেহুসির অবস্থা অনুভূত হল। (এগুলো স্বপ্নের মাঝে হচ্ছিল) এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। খুব সম্ভব এর অর্থ ছিল, জামা'তে আহমদীয়া সম্বন্ধে জানার পর পবিত্র জীবনের দিকে আমার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। স্বপ্নে আমি মাসীহুদ দাজ্জালকে দেখেছি, সে ক্রেসের সাহায্যে চলছে, আমি এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা মনে হয়েছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের পর আমার এবং আমার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না।

কিছুদিন পর স্বপ্নে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেত দেখি। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা মনে হয়েছে, এখন খ্রীস্ট ধর্মের পতনের যুগ এসে গেছে। এরপর হযরত নবী করীম (সা.)-কে দেখি, তিনি হেলান দিয়ে বসে আছেন আর আমরা তাঁর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁর রং মুক্তার মতো। একবার আমি হযরত খলীফাতু মসীহ্ আস সালেস (রহ.)-কে স্বপ্নে দেখি এবং হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সময় আমি তাঁর হাতে চুম্বন করে কাঁদতে শুরু করি। তিনি অত্যন্ত দয়াদ্র চিত্তে বলেন, 'চল নামায পড়ি' পরে আমরা নামায পড়ি। পরবর্তীতে তিনি বয়আত করে নেন।

নাইজেরিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লেগ নাদীম সাহেব লিখেছেন, বেনুভে স্টেটের এক ইমাম খালেদ শোয়ায়েব সাহেবের সাথে আমাদের মোয়াল্লেমের যোগাযোগ হয়। তাকে জামা'তের বই পুস্তক পড়ার জন্য দেয়া হয়। তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি জামা'তের হেড কোয়ার্টার আবুজাতে আসেন ও মুবাল্লেগ সিলসিলার সাথে প্রশ্নের মাধ্যমে যথেষ্ট আলোচনা করেন। এরপর আরো কিছু আরবী বই পুস্তক নেন। কিছু দিন পর ইমাম সাহেব বলেন, এখন আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত আর আমি স্বপ্ন দেখেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নাইজেরিয়াতে অনেক বড় সমাবেশে বক্তৃতা করছেন এবং আমি সেই বক্তৃতাটি হাওসা ভাষায় অনুবাদ করছি।

বক্তৃতা শেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে দু'টি কলম ও একটি বই দেন। এখন আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত এবং মনে-প্রানে আহমদী হয়ে গেছি। অতএব তিনি তার নিজের পক্ষ থেকেই একটি পত্র হাওসা ভাষায় রচনা করেছেন যাতে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবী উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন, তিনি জামা'তের বই পাঠ করেছেন যাতে 'আল্ মসীহুন নাসেরি ফিল হিন্দে' ও 'আল কোওলুস সারিহ্ ফি যোহুরিল মাহদী ওয়াল মাসীহ্' অন্তর্ভূক্ত। আর আমি এ বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ই সেই মসীহ্ যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। অতএব আমি জামা'তকে গ্রহণ করেছি। চিঠিতে তিনি এ কথাও লিখেন, অবশিষ্ট সম্মানিত ইমামদেরকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আপনারা এ জামা'তকে কবুল করুন।

ইমাম সাহেব এ কথাও লিখেছেন, তিনি নিজের পক্ষ থেকেই 'আল কাওলুস সারিহ্ ফি যোহুরিল মাহদী ওয়াল মাসীহ্' পুস্তকটি হাওসা ভাষায় অনুবাদ শুরু করে ছিলেন। তিনি বলেন কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একজন ফর্সা লোক যিনি সাদা পোষাক পরিহিত ছিলেন আমার কাছে এলেন এবং বললেন, আগে 'আল মাসীহুন নাসারী ফিল হিন্দে' পুস্তকটি অনুবাদ কর, এটি আমার বই আর এ অনুদিত বইটি কোগি স্টেটে নিজের লোকদের কাছে পৌঁছাও। অতএব আমি এ পুস্তকের অনুবাদ শুরু করে দিয়েছি যা প্রায় শেষ। তিনি বলেন, আমার কিছু শিষ্য রয়েছে তাদের কাছেও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছাব ইনশাআল্লাহ্।

বুরকিনাফাঁসু থেকে আমাদের মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, আমাদের একজন মুয়াল্লেম তার যেরে তবলীগ বন্ধু জায়লা আবু বকরকে বলেছে, তুমি যদি জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতা পরীক্ষা করতে চাও তবে আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি। আর তা হল, বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিদিন আপনি দুই রাকাত নফল নামায পড়ুন

এবং এতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা সম্বন্ধে জানতে চান। ইনশাআল্লাহ্ তিনি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন। অতএব তিনি এমনই করেন এবং একদিন জায়লা আবু বকর সাহেব স্বপ্নে দেখেন, ফর্সা মত এক ব্যক্তি এসে বলল উপরে উঠে এসো। মনে হচ্ছিল, সেই ফর্সা মত ব্যক্তি মাটি থেকে উপরে চেয়ারে বসা এবং আমাদের ডাকছেন। জিলা আবু বকর সাহেব বলেন, স্বপ্নে আমার সাথে আমাদের গ্রামের ইমাম সাহেবও ছিলেন। যখন এই ফর্সামত ব্যক্তি আমাদেরকে উপরে উঠতে বললেন দেখানো হয়েছে তখন তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে বলেন, আমি ইনাকেই স্বপ্নে দেখেছি আর তিনি আমাদেরকে ঈমান আনার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বয়আত করেন।

সিরিয়া থেকে মাহমুদ ঈসা সাহেব বলেছেন, M.T.A.- এর সাথে আমার পরিচয় আমার এক চাচাত ভাইয়ের মাধ্যমে সে একজন ডাক্তার এবং জামা'তকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভূক্ত। সে বিদ্রুপের ভাষায় বলেছে, এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি করেছে, তার হাতে বয়আতকারীরা সর্বত্রই রয়েছে এবং একশত বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার কাছ থেকে আমি M.T.A. সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করি।

প্রথমে আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে এবং এ কথা ভেবে কিছুটা হতাশ হই যে, ইমাম মাহদী এসে চলেও গেলেন আর আমরা কিছু জানতেও পারলাম না, যখন কিনা আমি বিশেষ ভবে অপেক্ষা করছিলাম, তিনি এসে আরবের মুসলমানদের স্বাধীনতা দান করবেন। আমি মনে মনে ভাবলাম এ ব্যক্তি কিভাবে মানুষকে স্বাধীনতা দাতা হতে পারেন যখন তার কাছে কেউ বয়আতই করে নি। যাই হোক, আমি আমার ভাইকে বললাম, হতে পারে এ ব্যক্তি সত্য কিন্তু সে আমার কথা মানল না। তিনি লিখেছেন, আমি কোন সালেহ বা পূণ্যবান মানুষ নই বরং আমি একজন নাস্তিক মানুষ। নামায পড়তাম না, মদ পান করতাম তাথাপি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের অন্বেষণকারী ছিলাম। চার বছর পূর্বে আমি রাসূলে করীম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি (সা.) তাঁর তাবুতে ছিলেন এবং তাঁর পাশে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উপস্থিত ছিলেন। সামনে এগিয়ে গিয়ে আমি একজন উজ্জল মুখাবয়বের অধিকারী মানুষকে দেখতে পেলাম।

আমি যখন আশে পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তির তো দাড়ি নেই তখন তারা বললেন, এটা হল রাসূল করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বের চেহারা। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি খুব আনন্দিত ছিলাম। দুই বছর পূর্বে যখন আমি M.T.A. দেখা শুরু করি তখন আমি বুঝতে পাড়লাম স্বপ্নে আমি যে চেহারা দেখেছিলাম তিনি হলেন সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। আমি অত্যন্ত আশ্চার্য্য হয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, হুযূরের দাড়ি আছে। বাকি চেহারা অবিকল তেমনই ছিল। তিনি বলেন, আমি বয়আত করতে দেড়ি করেছি কারণ আমার আমল ভাল ছিল না। আমি জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হয়ে জামা'তের দুর্নামের কারণ হতে চাই নি। এ হল নতুন আগমনকারীদের চিন্তা এবং আমাদের পুরাতনদের জন্যও এটি চিন্তার বিষয়। তিনি বলেছেন, আমি একটি লেবাননী পত্রিকা 'ইসতুরুত'-এ লেখালেখি করি এবং কবিতাও পাঠ করি। আমার কাব্যগ্রন্থ রচনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পঙ্গতি পাঠ করেছি এরপর আমার জীবনটাই বদলে গেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পঙ্গতিগুলো অসাধারণ।

কিরগিস্তান থেকে আমাদের মুবাল্লেগ লিখেছেন, তেনছতেক সাহেব নামের এক যুবক তিনি তার নিজের ঘটনা নিজের ভাষায় বলেন, কিছু যাবৎ আমি জামা'তে আহমদীয়া সম্বন্ধে তথ্যদি সংগ্রহ করছিলাম। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মনটা বায়াত করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এমনই সময় একরাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, ছাদে একটি কাল মূর্তির মত কিছু একটা চোখে পড়ল তখনই আমি সূরা ফাতিহা ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করলাম। এরপর স্বপ্নে আমি একটি সাদা পরিষ্কার কাগজ দেখতে পেলাম এতে আরবীতে কয়েকটি লাইন লেখা ছিল। আমি সেগুলো পড়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমি তা পড়তে পারছিলাম না। এর কিছুক্ষণ পরই দেখলাম এর বাম দিকের উপরের কোনে রাশিয়ান ভাষায় লেখা রয়েছে 'ইসলামই প্রকৃত ধর্ম' এবং উচ্চ স্বরে শুনতে পেলাম, 'আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম'। এ স্বপ্ন দেখার পর আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় এবং আমি বয়আত করি।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, জনাব রুনী পিছারুনী সাহেব পশ্চিম জাকার্তা অধিবাসী ছিলেন। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে স্বপ্নে একজন সাদা পোষাক ধারী নূরানী ব্যক্তিকে দেখেন, যিনি তার মাথায় পাগড়ীও পরে রেখেছিলেন। এ স্বপ্ন তার উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে ছিল। কিছু দিন পর তিনি তার এক বন্ধুর বাড়ি যান এবং ছবিতে সেই ব্যক্তিকেই দেখেন যাকে তিনি স্বপ্নে দেখে ছিলেন। তিনি সেই ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তার বন্ধু বলে, এ ছবি ইমাম মাহদী ও জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর। এরপর রুনী সাহেব জামাতী বই পড়া শুরু করেন এবং তার স্ত্রীর বক্তব্য কোন কোন সময় তিনি ১০/১২ টি ছোট ছোট জামাতী বই মাত্র ২ দিনেই পড়ে ফেলতেন। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ইং সালে তিনি বয়আত করেন। গত কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে যে তিনজন শহীদ হয়েছেন তিনি তাদের একজন।

বেনিনের আমীর সাহেব লিখেছেন, বারসালা রিজিওনের গ্রাম 'একুকু' তে আমাদের স্থানীয় হোসাইনী আলীও সাহেব কয়েক বাব তবলীগের জন্য গিয়েছেন। সেখানকার ইমাম মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব জামা'তের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেখানে বয়আত পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধ সৃষ্টি করতেন। এই ইমামের সাথেও কয়েকবার আলোচনা হয়েছে কিন্তু তিনি বিরোধিতায় অটল থাকে। মুয়াল্লেম আলী সাহেবও বলেন, প্রায় আট মাস সেই মৌলভী সাহেবের সাথে তার যোগাযোগ ছিন্ন ছিল। একদিন সকালে উল্লেখিত মৌলভী সাহেব তাকে ফোন করেন এবং গ্রামে গিয়ে সাক্ষাত করতে বলেন। তিনি তার কাছে গেলে মৌলভী সাহেব বলেন, রাতে আমি স্বপ্নে আপনাদের ইমাম খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসকে (হুযূর বলেন, আমাকে) দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন, কিসের অপেক্ষা করছ? জামা'তে যোগ দাও আর এ কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

তিনি বলেন, তাঁর প্রতাপের কারণে আমি তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারি নি। এর মাধ্যমে আমাকে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এটি সুস্পষ্ট নিদর্শন যে, আহমদীয়াত সত্য এবং একে গ্রহণ কর। এরপর থেকে মৌলভী সাহেব বিরোধীতা ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের জামা'তের প্রতি আসক্ত করছেন। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ্ সবাইকে নিয়ে জামা'তে যুক্ত হব। যাই হোক তার বিরোধীতা বন্ধ হওয়ায় সেখানে বয়আত হয়েছে এবং উল্লেখিত ইমামের মাধ্যমে ৫১টি বয়আত পাওয়া গেছে।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, স্নেহাস্পদ ইদ্দাহ্ সেকান্দিয়ানা জামা'তে আহমদীয়া পারোমের সদস্য। যদিও সে অল্প বয়স্কা মেয়ে ছিল তথাপি সে কয়েকবার ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ করেছে। সে জানত না কে ইমাম মাহদী? সে নকশাবন্দি ফির্কায় যোগ দেয় কিন্তু সে তার স্বপ্নে দেখা ইমাম মাহদীকে সন্ধানে সফল হতে পারে নি। ২০০৭ইং সালের মে মাসের একদিন সে তার

নতুন প্রতিবেশীকে দাওয়াত করে। ইনি আমাদের মুবাল্লেগ জাফরুল্লাহ্ পোন্ত সাহেব। ইদ্দাহ্ সিকান্দিয়ানা তাদের ঘরে প্রবেশের পর তার শরীর কেঁপে উঠে। সেখানে তখন M.T.A. চলছিল এবং তাতে হযরত খলীফাতু মসীহ্ আর রাবে (রহ.)-এর প্রোগ্রাম চলছিল। তা দেখে সে বলে, ইনি তো সেই ব্যক্তি যাকে আমি দেখতাম। অতঃপর ২৪ মে ২০০৭ তারিখে সে বয়আত করেন।

কিরগিস্তানের কাম্ভবোয়েও সাহেব কয়েকবছর পূর্বে লন্ডন শহরে বয়আত করেন, বর্তমানে তিনি কিরগিস্তান জামা'তের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, বয়আতের পূর্বে আমি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করতাম না। ধর্মের সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। আহমদী হওয়ার প্রায় দুই বছর পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখি, আমার মতে এখন তা পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার বড় ভাই নুর লাল আমাকে বলছে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী হয়ে এসেছি, আমাকে বিশ্বাস কর।

আমি বললাম, আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি, এ কথা শুনে তিনি (তার ভাই) বলেন, আপনারা সবাই জান্নাতে যাবেন কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। এরপর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। দুই বছর পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আল ওসীয়্যত'-এর কিরগীজ ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পর তিনি তা পাঠ করে ওসীয়্যত করেন। তিনি বলেন, দুই বছর পূর্বে স্বপ্নে যা কিছু দেখেছি আজ তা পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পূর্বেই আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে ওসীয়্যত একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা। এতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর।

আলজাজায়েরের আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, ২০০৪ সালে আমি নবী করীম (সা.)-কে দুই ব্যক্তি হিসেবে স্বপ্নে দেখেছিলাম। একজন ছিলেন বৃদ্ধ এবং অন্য জন ৪৫ বছর বয়স্ক মানুষের অবস্থায়, যার লম্বা দাড়ি এবং মাথায় পাগড়ি ছিল। অতঃপর ২০০৬ সালে আবার নবী করীম (সা.)-কে দুই ব্যক্তি হিসেবে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হয়। হুযূরের চেহারা মোবারক ফর্সা ও নূরানী ছিল এবং তিনি বলেছিলেন, 'আনন্দিত হও, ইনি আল্লাহ্ তাআলার রাসূল।' এর দুই মাস পর আমি M.T.A. তে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছবি দেখি যিনি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি লাগাতার ১৫-২০দিন ঘরে বসে M.T.A.-এর প্রোগ্রাম দেখেন এবং বয়আত করেন।

কঙ্গোর আমীর সাহেব লিখেছেন, দীদীর গংগালাহ্ সাহেব লোগো মাসী শহরে ওকীল। তিনি খ্রীস্টান ছিলেন। কয়েক মাস যেরে তবলীগ ছিলেন তখনো বয়আত করেন নি এমন সময় এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, অনেকগুলো ভয়ঙ্কর জঙ্গলী জন্তু ও জানোয়ার তার উপর আক্রমণ করছে। তার আর কিছু মনে ছিল না কিন্তু তিনি শুধু আল্লাহ্ বলে সেগুলোকে ফু মারতেই হিংস্র জন্তুগুলো পড়ে যাচ্ছিল। এ স্বপ্নের ধারাবাহিকতা অনেক্ষণ পর্যন্ত চলে। সকাল হতেই তিনি মিশন হাউজ আসেন। তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন এবং সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে তিনি খুব উৎসাহের সাথে স্বপ্ন শোনাচ্ছিলেন এবং সাক্ষ্য দিচ্ছেলেন ইসলাম সত্য ধর্ম এবং জামা'তে আহমদীয়া সত্য। অতএব তিনি সে দিনই বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে আছেন।

মিশরের সামি মোহাম্মদ ইরাকী সাহেবের বয়আতের ৩ বছরের অধিক সময় পূর্বের কথা, তিনি বলেন আমি একজন পরিচিত খ্রীস্টান পাদ্রির ইসলামের উপর আক্রমণ ও নবী করীম (সা.)-এর মর্যাদার অবমাননা শুনতাম এবং মনে মনে কুড়ে কুড়ে মরতাম। কেননা আমি নিজেকে এর উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম পেতাম। এ অনুভূতি আমাকে ভিতরে ভিতরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আমি মিশরের একটি মসজিদের খতিব ছিলাম কাজেই ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক দূর পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বুঝতাম না, একজন মুসলমান কেন এই প্রতারণার উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে অসহায় ও অক্ষম।

আমি যখন ইন্টারনেটে এ বিষয়ে গবেষণা করলাম তখন এ সিদ্ধান্তেই উপনিত হলাম যে, বিগত তফসীর ও আলেম সম্প্রদায়ের পন্থা এই পাদ্রিদের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যার্থ। বরং তাদের জন্যই পাদ্রিদের আপত্তি করার সাহস হয়েছে। হঠাৎ করেই আমি মোস্তফা সাবের সাহেবের 'আজুবা আনিল ঈমানে' বইটি পেলাম। তার সম্পর্কে অধিক জানার চেষ্টা করলে আমি আহমদীয়া জামা'তের ওয়েব সাইট ও M.T.A. -এর সাথে পরিচিত হই। অতএব যখন আমি আরো বেশি পড়াশোনা করলাম এবং M.T.A. তে প্রোগ্রাম দেখলাম তখন আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, এ জ্ঞান কোন মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ফল হতে পারে না। যাই হোক দুই বছর আমি এ ফয়েজ অর্জন করি যার সারসংক্ষেপ আমি কুরআন করিম পেয়ে গেছি।

এরপর আমি স্বপ্নে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) -কে দেখি। তিনি আমার হাত ধরে একস্থানে নিয়ে যান যেখানে প্রিয়ভ্রাতা হানী তাহের সাহেব, তামীম আবু দাক্কা সাহেব ও তাহের নাদীম সাহেব একটি দস্তরখানের পাশে বসেছিলেন। তিনি (আ.) আমাকেও তাদের সাথে বসিয়ে দিলেন। এ সত্য স্বপ্নের পর আল্লাহ্ তাআলা আমার হৃদয় বয়আত করার জন্য খুলে দিলেন।

সাফিয়া উলগা একজন রাশিয়ান মহিলা, তিনি ২০০৯ইং সালে বয়আত করেন। তিনি তার স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন যে, রমযান মাসে শেষ দশ দিনে তিনি স্বপ্নে দেখেন, যেন তার জীবন দুই ভাগে বিভক্ত দাবার মত। যেন খুব কষ্ট। তাকে কেউ একজন বলছে, মাঝখানে যেতে যেতে সব কিছু বদলে যাবে। পরে দ্বিতীয় অংশে পৌঁছতেই একটি পরিষ্কার সবুজ শ্যামল ঘাসে ভরা উঠান চোখে পরে যেখানে উজ্জল সূর্য চকচক করছিল। ঐ উঠানের উপর একটি উজ্জল সূর্য চমকাচ্ছিল। আমাকে বলা হল, এটা ভারত (অর্থাৎ ইন্ডিয়া) সেখানে তিনি বিধ্বস্ত কিল্লাহ্ দেখলেন কিন্তু তাকে সেখানে যেতে দেয়া হল না। তাকে বলা হল, সেখানে যাওয়ার জন্য কিছু করতে হবে যার পর তাকে সেখানে যেতে দেয়া হবে।

এ স্বপ্ন দেখার প্রায় তিন চার সপ্তাহ পরে তাকে একজন ইমাম যিনি আহমদী ছিলেন না কিন্তু জামা'তে আহমদীয়ার মুবাল্লেগ সাহেবের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। তিনি তাকে আহমদীয়া সেন্টারে আমাদের মুবাল্লেগ তাহের হায়াত সাহেবের কাছে নিয়ে আসেন। এখানে সেই মহিলাকে জামা'ত সম্বন্ধে জানানো হলে তিনি এ কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হন যে, ইমাম মাহদী ভারতবর্ষে এসেছেন আর স্বপ্নে আমাকে ভারতবর্ষেই উজ্জল সূর্য দেখানো হয়েছে। পরে তিনি আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় বয়আত করেন।

অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে এই ছিল কয়েকটি ঘটনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এখন সময় এসেছে যেন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায় এবং এ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছি। মুসলমানদের উচিত, যে নূর ও কল্যাণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে তারা যেন তার সম্মান করে এবং আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কেননা সঠিক সময়ে তাঁর সহায়তার হাত প্রশস্ত করেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী বিপদের সময়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্ তাআলার এ নেয়ামতের মূল্যায়ন না করে তবে আল্লাহ্ তাদের কোন পরওয়া করবেন না। তিনি তাঁর কাজ করে ছাড়বেন কিন্তু তাদের জন্য কেবল পরিতাপ থাকবে।' (লেকচার লুধিয়ানা, রূহানীখাজায়েন ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠ-২৯০)

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের হৃদয় প্রসারিত করুন এবং তারা যেন সত্যতা জানার জন্য তাদের খোদার দরবারে সত্যিকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা দান করুণ। (আমীন)

জুমুআর নামাযের পর এখনই আমি কয়েকটি জানাযার নামায গায়েব পড়াব; যাদের মধ্যে আমাদের একজন সিরিয়ার আহমদী বন্ধু রয়েছেন। তার নাম আহমদ বাকির সাহেব, তিনি ৫ মার্চ তারিখে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন।

বাল্যকাল থেকেই মসজিদের সাথে তার যোগসূত্র ছিল কিন্তু তার সৎপ্রকৃতির জন্য খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মৌলভীরা যা বলে তা তারা নিজেরাই করে না। (অ-আহমদী মসজিদের সাথে যোগসূত্র ছিল) তাদের আমল এক আর তারা বলে আরেক। আল্লাহ্ তাআলা তাকে মৌলভীদের প্রতি বিতৃষ্ণা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ দয়া করেছেন যে, তিনি দুনিয়াদারিতে লিপ্ত হন নি বরং আল্লাহ্ তাআলা তাকে জামাতে আহমদীয়ার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি জামাতের সম্বন্ধে ইস্তেখারা করেছেন। যে বিষয়ে আলোচনা এটাও সেটারই ধারাবহিকতা।

ইস্তেখারা করার পর তিনি স্বপ্নে দেখেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একজন তথাকথিত আহলে হাদিস মৌলভীর দিকে গেলেন এবং কাছে পৌঁছার সাথে সাথে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। হুযূর (আ.) এ মরহুম যুবকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এ সব মৌলভীকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এ যুবক এ স্বপ্নের ফলে খুব প্রভাবিত হন এবং ১৫ জুলাই ২০০৯ইং তারিখে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বয়আত করেন। তিনি ক্যান্সারের রোগী হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে তবলীগ করার খুব উৎসাহ ছিল। যে মৌলভী তাকে ধর্মান্তরিত করতে আসত তাদের কেউই তার সামনে দাঁড়াতে পারত না। তিনি অনেক সত্য স্বপ্ন দেখতেন। কয়েকজন বন্ধু বলেছেন, বর্তমানে সিরিয়াতে যে অবস্থা বিরাজ করছে সে সম্পর্কেও তিনি এক বছর পূর্বেই স্বপ্নের ভীত্তিতে কিছু বন্ধ-বান্ধবকে বলে ছিলেন। একটি তার জানাযা।

দ্বিতীয় জন সিরিয়ার তামিল রশীদ সাহেব। সিরিয়ার হামাস শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে যে সব মিসিল, শ্লোগান এবং এলোপাথারি গোলাগুলি হচ্ছে, বিল্ডিং-এর ছাদ থেকেও মানুষ গুলি করছে ৮ এপ্রিল ২০১১ইং তারিখে এমনই এক গোলাগুলির সময় তামিল রশীদ সাহেব শহীদ হন। তার সম্পর্কে তার বড় ভাই বলেন, গোলাগুলির সময় আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম তাই আমার ভাই গোলাগুলির শব্দ শুনে আমার ভাই আমাকে খোজার জন্য ঘর থেকে বাইরে বের হয় এবং কিছু দূর যেতেই সে আমাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত বাড়ি যেতে বলে বাড়ি ফেরার জন্য সে ঘুরে দাড়ানোর পরই সে একটি গুলির লক্ষ্যস্থলে পরিনিত হয়। গুলিটি তার হৃদপিন্ডে লাগে এবং তৎক্ষণাত সে মারা যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন। কিছু দিন পূর্বে তিনি বলেছেন, ১ এপ্রিল তারিখে আমি বিশেষ যে খুতবা দিয়েছিলাম সেখান থেকে তিনি সব বুঝে গিয়েছিলেন। হরতালে যোগ দেয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। যাই হোক বাইরে বের হয়েছিলেন এবং তখন যে গোলাগুলি হচ্ছিল তার লক্ষ্যস্থলে পরিনত হন।

অত্যন্ত হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং মানুষকে ভালবাসতেন। স্ত্রী ছাড়াও তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তার বয়স মাত্র ৩১ বছর ছিল। বয়আতের পূর্বে তিনি শেখ আব্দুল হাদী আলবানীর বয়আতকারী ছিলেন, যিনি দাবি করেন তিনি ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা (আ.) দামেস্কে অবস্থিত তার মসজিদে অবতরণ করবেন। ওফাতে মসীহ্‌র যুক্তি- প্রমান শোনার পর তিনি ২০০৮ইং সালে বয়আত করে আহমদী হন।

তৃতীয় জানাযা সিরিয়ার মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের। ইনি জুমার নামায পড়ার পর নিজের বাড়ির ছাদে আরাম করছিলেন এবং নিচের গলিতে লোকজন বিক্ষোপ করছি। তার ছেলে ছাদের রেলিং-এর কাছে গিয়ে নিচে দেখছিল তিনি গিয়েছিলেন তাকে পিছন দিকে সরিয়ে আনতে এমন সময়ই তার চোখে একটি গুলি লাগে এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন।

তার জন্ম ১৯৭১ইং সালে এবং এয়ারপোর্টে চাকুরী করতেন। M.T.A.-এর মাধ্যমে তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পান। জানাশোনা করার পর ২০০৮ইং সালে বয়আত করেন। তার স্ত্রী অ-আহমদী কিন্তু আহমদীয়াতের সত্যতায় তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা তাকেও আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করুন। তার ছেলে, মেয়ে ছাড়াও তার দুই ভাই এবং আরো কয়েক ব্যক্তি জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, অনুগত, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং খীলাফতের প্রতি তার খুব ভালবাসা ছিল। তার সন্তানদেরও একই অবস্থা। আল্লাহ্ তাআলা এদের সবাইকে মনোবল ও ধৈর্য দান করুন।

আরেকটি জানাযা আমাদের লুৎফর রহমান সাহেবের তিনি দির্ঘ দিন রোগভোগের পর গত ২৭ এপ্রিল তারিখে ইন্তেকাল করেন। তার ছিল প্রায় ৮০ বছর। ইনি মাওলানা আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব যিনি হযরত খলীফাতু মসীহ্ সানী ও সালেসের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন তার বড় ছেলে ছিলেন। বরং তিনি তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন। তিনি ওয়াকফে জীন্দেগী ছিলেন এবং ফযলে উমর হাসপাতালে তিনি ডাঃ মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেবের সাথে ডিস্পেন্সার হিসেবে কাজ করতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের সাথে তিনি আফ্রিকা ও ইউরোপে সফর করা সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। খিলাফতের সাথে তার খুব গভীর সম্পর্ক ছিল। রাবওয়ার লোকদের সেবা করতেন। তিনি হযরত আম্মা জান হযরত উম্মুল মুমেনীন (রা.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ এবং হযরত খলীফাতু মসীহ্ সালেসের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বরং তিনি হযরত আম্মা জান, হযরত খলীফাতু মসীহ্ সানী ও খলীফাতু মসীহ্ সালেসকে যে ইঞ্জেকশন দিতেন সেগুলোর সিরিঞ্জ ও সুই সযত্নে রেখে দিতেন। এগুলো তিনি তাবারক হিসেবে রেখে দিতেন। এখন তো আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় ফযলে উমর হাসপাতাল, গাইনী উইং ও হার্ট ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং চিকিৎসা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় রাবওয়াতে কেবল ডাঃ মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব এবং ডাঃ হাসমতুল্লাহ্ সাহেবের ছেলে ডাঃ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ছিলেন। আর লুৎফর রহমান শাকের সাহেব একাই ল্যাবরেটরী চালাতেন। এছাড়াও মানুষের প্রয়োজন পরলেই বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতেন। চিকিৎসার সুযোগ যতটুকুই ছিল তিনি তা উত্তমরূপে দিতেন। ইনি রাবওয়া ফযলে উমর হাসপাতালের প্রাথমিক কর্মীদের একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তার মর্যাদা উন্নিত করুন। তার স্ত্রী হযরত কাযী মোহাম্মদ রশীদ খান সাহেবের মেয়ে। মরহুম মূসী ছিলেন। বর্তমানে তিনি জার্মানীতে ছিলেন, তার ছেলেমেয়েরাও জার্মানীতে থাকে। খুব সম্ভব তাকে জানাযার জন্য রাবওয়া নিয়ে যাওয়া হবে। যাইহোক এখন আমি এ সব মরহুমদের জানাযা পড়াব। আল্লাহ্ তাআলা এদের সবার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন আহমদীয়াত ও খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে। (আমীন)

অনুবাদঃ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।